Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

৪৬ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, সোমবার, ৩১ ভাদ্র, ১৪৩০

সকলের জন্য শিক্ষা ও কাজের দাবিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ সেপ্টেম্বর : বর্ধমান পৌরসভায় শূন্য পদে নিয়োগ, পৌরসভার দুর্নীতি, রাজ্যে লাগামহীন দুর্নীতির প্রতিবাদে ডিওয়াইএফআই-এসএফআই বর্ধমান শহরের পক্ষ থেকে মিছিল ও বর্ধমান পৌরসভার সামনের অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন ডিওয়াইএফআই বর্ধমান শহরের সম্পাদক দিব্যেন্দু নন্দী, এসএফআই বর্ধমান জেলা সম্পাদক অনির্বাণ রায়চৌধুরী, ডিওয়াইএফআই পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সোহম ঘোষ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন ডিওয়াইএফআই পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চন্দন ভট্টাচার্য্য। এদিনই বর্ধমান সদর-১ ছাত্র-যুব আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে দেওয়ানদিঘি থেকে মিছিল করে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন যুব নেতা শ্রীকান্ত ঘোষ, চন্দন সোম, সভাপতিত্ব করেন সৌভিক সরকার। অনুরূপভাবে মঙ্গলকোটেও সভা হয়েছে।

মিড ডে মিল কর্মীদের সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের কালনা এক নম্বর ব্লক কমিটির উদ্যোগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ধাত্রীগ্রাম সুকান্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত সভায় কর্মীদের দাবি-দাওয়ার বিশেষ করে ধাত্রীগ্রাম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বরখাস্ত করা মিড ডে মিল কর্মীকে বহাল করার দাবি ওঠে। কোন কোন স্কুলে মিড ডে মিল কর্মীদের কত ভাতা দেওয়া হয় তার তালিকা প্রকাশ্যে টাঙানোর দাবি ওঠে। অবিলম্বে মিড ডে মিল কর্মীদের দশ মাসের পরিবর্তে ১২ মাসের পারিশ্রমিক দিতে হবে, সমকাজে সমবেতন সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকরী করা। অন্যান্য প্রকল্প কর্মীদের মত উৎসবকালীন ভাতা প্রদান, সব স্কুলে ভর্তুকি দিয়ে রান্নার গ্যাস সরবরাহ, মিড ডে মিল কর্মীদের অবসর কালীন ভাতা এবং পেনশন দিতে হবে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন কর্মীকে ছাঁটাই বন্ধ করার দাবি ওঠে। দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সনৎ ব্যানার্জি, সুভাষ সরকার প্রমুখ।

‘কাকলি গায়েনরা লাল ঝাণ্ডা নিয়ে গরিব মানুষদের জন্য লড়াই করে গেছেন’

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ সেপ্টেম্বর : মহিলা নেত্রী কাকলি রায় গায়েনের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় আমোদবিহারী বসু ভবনে (এবিটিএ হল)। স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন জনার্দন রায়। সভার শুরুতে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য অচিন্ত্য মল্লিক, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, বর্ধমান শহর-১ এরিয়া কমিটির সম্পাদক নজরুল ইসলাম, পরিবারের পক্ষে ভাই উজ্জ্বল রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। স্মৃতিচারণ করেন রাজ্য কমিটির সদস্য অচিন্ত্য মল্লিক। তিনি বলেন, কাকলির সাথে একটা পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আমার ছেলে যখন ছোট ছিল তখন নানা কাজের মধ্যে থাকতাম সেই সময় আমার ছেলের একটা কোল ছিল কাকলী। আমার আক্ষেপ যেদিন কাকলী মারা যায় আমার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় আমি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হতে পারিনি। যখন সে হসপিটালে ছিল দেখা করতে গেছি। ১৯৮৭ সালে পার্টি সদস্যপদ অর্জন করে। আদর্শে অবিচল ছিল। শহিদ প্রদীপ তা, কমল গায়েনের স্মরণ সভায় একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে অসুস্থ শরীর নিয়েও উপস্থিত হয়েছিল। সন্ত্রাসের সময় নির্বাচনে যখন অনেকে কর্মীর পোলিং এজেন্ট হতে চায়নি, তখন সে সাহস করে এজেন্ট হয়েছে। এই কঠিন সময় কাকলির চলে যাওয়া পার্টির পক্ষে অনেক ক্ষতি হলো। গোটা দুনিয়া জুড়ে মানুষের লড়াই চলছে। কৃষকের আন্দোলন সারা দেশে একটা নজির সৃষ্টি করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসও বিভাজনের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। কাকলি বুঝেছিলেন লাল ঝাণ্ড ছাড়া বিকল্প নেই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি লাল ঝাণ্ডা নিয়ে গরিব, শ্রমজীবী মানুষের দাবি নিয়ে লড়াই করেন গেছেন। এছাড়া স্মৃতিচারণ করে তাপস সরকার। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে স্মরণ সভার সমাপ্ত হয়।

মৃণাল সেনের জন্মশতবর্ষ উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৭ সেপ্টেম্বর : আজ মেমারি কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন হচ্ছে মেমারিতে। এই বিষয়ে মৃণাল সেন জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি একটি প্রেসমিট করে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি ডা. অভয় সামন্ত, সম্পাদক দীপঙ্কর বিশ্বাস ও কোষাধ্যক্ষ তন্দ্রা বসু। সম্মেলনে ডা. অভয় সামন্ত জানান, ভারতে বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে মৃণাল সেন অন্যতম। এ বছর তার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে। ১৭ সেপ্টেম্বর মেমারি কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে দুপুর ২টায় আলোচনা। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনার পর মৃণাল সেনের চলচ্চিত্র ‘চালচিত্র’ ও ‘ভুবন সোম’ প্রদর্শিত হবে।

ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীর স্মরণে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ সেপ্টেম্বর : কালনার আপনজন প্রয়াত ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী স্মরণে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে এই শিবিরে দুই শতাধিক রোগীর চিকিৎসা ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ঔষধ প্রদান করা হয়। কল্যাণী থেকে আগত চারজন ডাক্তারবাবু এবং ১০ জন টেকনিশিয়ান এই স্বাস্থ্য শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। ডাক্তারবাবুরা হলেন, ডাঃ বিপ্লব সিংহরায়, ডাঃ সুশীল বিশ্বাস, ডাঃ অয়ন দে এবং ডা অভিক ব্যানার্জি। জনা মুখার্জী ও অরিজিৎ রায়ের নেতৃত্বে কালনা শহর রেড ভলেন্টিয়ার্স-এর কর্মীরা শিবির পরিচালনা করেন। শিবির শুরু হওয়ার আগে কালনা শহরের ডাক্তার গৌরাঙ্গ গোস্বামী মূর্তির পুষ্প স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

আবার আত্মঘাতী তাঁতশিল্পী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ সেপ্টেম্বর : ঋণগ্রস্ত হয়ে আবার কমলচন্দ্র বসাক নামের একজন তাঁতশিল্পী আত্মঘাতী হলেন। মৃতের বাড়ি কালনা থানার ধাত্রীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামে। বুধবার সকালে তিনি নিজের বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েন। উদ্ধার করে কালনা হাসপাতালে নিয়ে এলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে তাঁর বাড়িতে এক সময় সাতটি তাঁতে শ্রমিকরা কাজ করতেন। কিন্তু এই শিল্পের অবস্থা ধীরে ধীরে অবনতির দিকে যাওয়ায় কমলচন্দ্র বসাকের সব তাঁত বন্ধ হয়ে যায়। একটি মাত্র তাঁত নিজেই চালিয়ে সংসার চালানোর চেষ্টা করতেন। কিন্তু যা আয় হতো তাতে সংসার চলতো না। ফলে বাজারে বিশাল অঙ্কের টাকা ঋণ হয়েছিল। জানা গেছে সেই ঋণ শোধ করতে নিজের বাড়ি বন্ধক রাখতে হয়েছে। কিন্তু তাতেও তার ঋণ শোধ হয়নি। তাঁত শিল্পের পেশা থেকে দুই ছেলেকে ছাড়িয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে পাঠিয়েছিলেন। অন্য ছেলেকে মোবাইলের দোকানে কাজে দিয়েছিলেন। তাতেও অভাব মেটেনি। প্রতিবেশী তাঁত শিল্পী মন্টু বসাক জানান, তার বাড়িতেও একসময় বারোটি তাঁত চলতো। উত্তরবঙ্গের শ্রমিকরা এসে তার বাড়িতে কাজ করতেন। সেইসব বন্ধ হয়ে গিয়ে এখন আমি একাই একটি তাঁত চালাই। তাতে যা রোজগার হয় সংসার চালানো কঠিন হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য গত জুলাই মাসের ১১ তারিখে ধাত্রীগ্রামে সমীরণ বসাক (৫০) নামের একজন তাঁত শিল্পী নিজের বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন।

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা ২০২৩

প্রকাশিত হচ্ছে—অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে

লিখেছেন : প্রকাশ কারাত, বিমান বসু, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, অমল হালদার, আভাস রায়চৌধুরী, অরবিন্দ দাশ, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম কোঙার, শ্যামল চক্রবর্তী, অচিন্ত্য মল্লিক, সৈয়দ হোসেন, বিভাস সাহা, রত্না রশীদ, হরিহর ভট্টাচার্য, অপূর্ব চ্যাটার্জী, দেবেশ ঠাকুর, কৌশিক লাহিড়ী, সেখ সাইদুল হক, গীষ্পতি চক্রবর্তী, সুকৃতি ঘোষাল ও আরও অনেকে।

থাকছে : ভ্রমণ, গল্প, কবিতা ।। মূল্য : ৭০ টাকা

পাওয়া যাবে পত্রিকা দপ্তর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ও শারদের বিভিন্ন স্টলে।

নতুন চিঠি

১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

নিশ্চিত খুশি হতেন কী?

আজ বিশ্বকর্মা পুজো। বিশ্বকর্মা পাঁজি পুঁথি দেখে চলেন না, ইংরাজি ক্যালেন্ডারে তাঁর বিশ্বাস—এরকমই জানতাম ১৭ সেপ্টেম্বর লাল কালিতে বাঁধা ছিল তার দিন। এবার দেখছি সব গোলমাল হয়ে গেছে। আগামীকাল ১৮ তারিখ হবে নাকি তাঁর পুজো। সিঙ্গুর থেকে টাটারা টাটা হওয়া ইস্তক বিশ্বকর্মাদের বাজার সেই যে ডাউন হয়েছে, আর চাঙ্গা হয়নি। বিষণ্ণ বদনে তাই প্রতি বছর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ওঁদের মাজা ব্যথা হয়ে যায়। এক বিশ্বকর্মা মূর্তি দেখি বেজার মুখে পাশের জনকে বলছেন, স্পেন থেকে তো ভালো কোনো খবর এলোনা রে! এবারও কি আমাদের পুজোর নৈবেদ্য সেই চপ তেলেভাজা দিয়েই সারা হবে নাকি?

পাশের জন বললেন, সেটাও জুটবে কিনা ভাবছি। নইলে অবিক্রিত হয়ে অবিকৃত হালে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পারবো তো?

নেপথ্যে কে যেন কাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কলকাতায় ফিরে তোকে দেখিয়েই বলাবো স্পেন থেকে ধরে নিয়ে এলাম!

সৌরভে ভরপুর সন্ধ্যে। শারদোৎসবের প্রাথমিক ঘন্টা বেজে গেল বিশ্বকর্মার এই দিনে। তবে মণ্ডপে তিনি আসবেন কিভাবে সেটাই সমস্যা। হাতি নাকি কাদায় পড়লে চামচিকেও কি যেন করে!

ও মা দুর্গা তোর পুজোতে এবার নতুন জামা প্যান্ট নয়, প্লাস্টিকের তিপল কিনতে হবে। বর্ষার বিপুল নিনাদের ঘনঘটা চারদিকে। আকাশে বাতাসে যখন তখন মেঘ ভাঙা বৃষ্টি, এখানে সেখানে নেমে আসছে ভারী ফোঁটায়। বি সি রোড বৃষ্টিতে ভাসছে তো, পুলিশ লাইন শুকনো খটখটে। স্টেশনে জল থৈথৈ তো বিরহাটায় টোটো হাঁকছে আশিশা-উল্লাস! তারপর আকাশে রঙের কি বাহার! গোধূলিয়াও অবাক চোখে দাঁড়িয়ে দ্যাখে।

উল্লাস কোথাও নেই। অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের করুণ ইতিহাস ফুটপাতে দাঁড়িয়ে স্থায়ী। সিঙ্গুরের কাশফুলের গোড়ায় নাগিনীদের ফিসফাস। শালবনী কি দাঁও মেরে দিল? বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙালির চিন্তা-চেতনায় যথেষ্ট ক্ষুব্ধ থাকলেও আজ নিশ্চিত খুশি হতেন কী?

দ্বৈরথ

সুকৃতি ঘোষাল

বর্তমানে শিক্ষার হালচাল, অন্তত এ রাজ্যে, বেশ হতাশাব্যঞ্জক। কোভিডের সময় দীর্ঘকাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এখন ছাত্রাভাবে পাকাপাকিভাবে ৮০০০ স্কুল তালা পড়ল; দিন দিন মাধ্যমিকে ছাত্রসংখ্যা কমছে। সরকার পিপিপি মডেলে স্কুল চালানোর কথা ভাবছে যার নিহিত উদ্দেশ্য হলো, নিজ দায়িত্বভার ও সরকারি পরিকাঠামো বেসরকারি হাতে সমর্পণ করে নির্দায়, নির্ভার হওয়া। পড়াশোনা শিকেয়, ডিগ্রি এমন সহজলভ্য করে দেওয়া হয়েছে যে সরকারপন্থী ছাত্র সংগঠন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরেও 'অনলাইন পরীক্ষা' দেবার দাবি তুলেছে। আমাদের সহৃদয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ঢালাও মার্কস-এর গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সম্প্রতি কোনো প্রস্তুতি ও পরিকাঠামোর উন্নতি ছাড়াই নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি লাগু করা হলো, এমনকি বিদ্যালয় স্তরে মৌখিক প্রতিবাদ করেও প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির কথাগুলোই মান্যতা দিয়ে নীতির রূপরেখা তৈরি হলো। আর অশান্তি? রায়গঞ্জে অধ্যক্ষ নিগ্রহ, হাওড়ায় স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে প্রহার, ভাঙড়ে শিক্ষিকার দিকে জগ নিক্ষেপ, খোদ কলকাতায় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যকে অকথ্য, অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তি-খেউড়—এসবই এরাজ্যের শিক্ষার বর্তমান চালচিত্র। অথচ এতই প্রতিবাদহীন যে এমনটাই দস্তুর এটাই ভাবতে অভ্যস্ত হচ্ছে রাজ্যবাসী।

কিন্তু উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে একের পর এ রাজ্যে যে কাণ্ড ঘটে চলেছে তা আক্ষরিক অর্থেই নজিরবিহীন। সার্চ কমিটির মাধ্যমে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ বহুদিন বন্ধ—কেন তা সরকারই বলতে পারবে। ছ'মাস, একবছরের মেয়াদে উপাচার্য নিয়োগ, আসলে মেয়াদ পুনর্নবীকরণের আগে চাপে রাখার বা আনুগত্য সুনিশ্চিত করার কৌশল। তাছাড়া মান্য যোগ্যতাহীন ব্যক্তিকে গায়ের জোরে উপাচার্যের পদে বসিয়ে দেওয়া, আর সে উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য বিধি বদল, একটা সিন্ডেমের ভিতকেই নাড়িয়ে দিল। বাম আমলে 'অনিলায়ন'-এর সমালোচনা করা হতো, 'অনিলায়ন' বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি লেখা আছে শাসকদলের ২০১১-এর নির্বাচনী ইস্তেহারে। আর এখন?

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-উপাচার্য নিয়োগে শাসকদলের হস্তক্ষেপ তো আছেই, এবার আচার্যের পদে মুখ্যমন্ত্রীকে বসানোর বিল পাস করা হলো। কেউ কেউ একে 'মমতায়ন' বলে অভিহিত করেছেন। এই পদক্ষেপেও সুশীল বিবেক আলোড়িত হল না। আসলে গরল পান করতে করতে দেহ এমন বিষময় হয়ে যায়, তখন সাপে কাটলেও বিষ ওঠে না।

প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান বিপরীত ক্রিয়া থাকে। সরকারি এই বে-পরোয়া ভাব, মহামান্য রাজ্যপালকে উৎসাহিত করেছে। ঘটা করে সরকারি বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে রাজভবনে তাঁর হাতে খড়ি দেওয়া হয়েছে—সরস্বতীর একটা কৃপা থাকবেই। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণে তাঁর ইচ্ছা মান্যতা পেল যখন থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগ অবৈধ বলে রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। সরকারি বে-নিয়ম আদালতে ধাক্কা খাওয়ায় এবং তখনও 'মধুচন্দ্রিমা' শেষ না-হওয়ায় স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী আচার্যের শর্তে নতজানু হয়ে রফা করতে উদ্যত হলেন—অনেক উপাচার্যকে সাময়িক পুনর্নিয়োগের প্রতিশ্রুতিতে ইস্তফা দেওয়া করালেন তিনি। বল সম্পূর্ণ চলে গেল আচার্য তথা রাজ্যপালের হাতে। এরপর নিয়োগকর্তা হিসেবে তিনি ক্ষমতার পূর্ণ অপপ্রয়োগ করে রাজ্য সরকারকে না জানিয়েই উপাচার্য নিয়োগ করতে শুরু করলেন। সরকার প্রথমে এভাবে নিযুক্তদের বেতন না-দেবার কথা বলে ফোঁস করল। কিন্তু স্বশাসন বিধি এটা অনুমোদন করে না, তাই আদালতে আবার সরকারের মুখ পুড়ল। এবারে আরো বেলাগাম হল আচার্যের পদক্ষেপ। তিনি শিক্ষা জগতের বাইরের লোকজনকেও, কোথাও আগের মতোই কম যোগ্যতামানের অধ্যাপককে, উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করে প্রদত্ত ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করতে শুরু করলেন। এবার দুপক্ষেই কুবাক্যের বন্যা বইল —শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যপালকে 'তালিবান', 'ভ্যাম্পায়ার' বললেন, রাজ্যপাল 'জুনিয়র এপয়েন্টি' বলে প্রত্যাঘাত করলেন। শুরু হলো আনুগত্য পরীক্ষার লড়াই। শিক্ষামন্ত্রী নিবন্ধকদের সভা ডাকলেন, আচার্য উপাচার্যের মাধ্যমে তাদের যাওয়া আটকাতে সচেষ্ট হলেন। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বা অবসৃত উপাচার্যরা রাজভবনের সামনে মিটিং করলেন, তো রাজ্য সরকার রেজিস্ট্রারদের অনুপস্থিতির কারণ দর্শাতে বললেন। আবার বর্তমান উপাচার্যদের কয়েকজন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সভায় যাওয়ায় তাদেরকে 'ক্রীতদাস' বলার অসৌজন্যও দেখালেন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁদের অনেকেই এই সেদিনও তাঁর শিবিরে ছিলেন, বিকাশ ভবনে তাঁকেই 'স্যার' বলেছেন. এমন আচমকা প্রভু-বদল কি সহ্য হয়!

এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় শিক্ষা গোল্লায় যাচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসকরা সমাজে ধিকৃত হচ্ছেন—যুযুধান প্রতিপক্ষের জিগীষা কমার লক্ষণ নেই। দামাল আচার্যকে সামাল দিতে না পেরে সরকার আজ হাইকোর্টে, কাল সুপ্রিম কোর্টে ছুটছে। দু'পক্ষই ধাক্কা খেল ১৫ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে। নিয়ম মেনে সার্চ কমিটির মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগে সরকারি ব্যর্থতা দেখে উচ্চতম আদালত ইউজিসি, আচার্য ও রাজ্য সরকার তিনপক্ষের কাছেই নিয়োগ কমিটিতে রাখার জন্য শিক্ষাবিদের নাম চাইল। যে কাজটা করার কথা ছিল রাজ্য সরকারের, প্রশাসনিক ব্যর্থতায় তার ভার তুলে নিল সুপ্রিম কোর্ট—মাঠে মারা গেল সার্চ কমিটি গঠন সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের বিতর্কিত অর্ডিনান্স। পরাজয়কে জয় বলে দেখানোয় রাজনীতিবিদদের জুড়ি মেলা ভার। তাই এই রামথাপ্পড় খেয়েও শিক্ষাবিদ এম.পি মন্তব্য করলেন—রাজ্যপালের তুঘলকি অস্থায়ী নিয়োগ আর হতে পারবে না, এই রায় স্বাগত। ভাবখানা ঠিক যেন, আমার নাক কাটা গেল তো নো-পরোয়া, ওদের যাত্রা তো বন্ধ হলো। 'রাজা তোর কাপড় কোথা?' বলার মতো সাহস নিয়ে কেউ সরকারকে বলতে পারছে না, রাজ্যপাল সীমা অতিক্রম করছেন সেটা যেমন বাস্তব, তাঁকে সীমার মধ্যে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে রাজ্য প্রশাসন, সেটাও বাস্তব। আদালতের সক্রিয়তা প্রশাসনের দুর্বলতা শুধু নয়, তার অপদার্থতার কথাও বোঝায়—সবসময় না হলেও, কখনো কখনো।

ইনসাইড আউট-এর নাট্য কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ সেপ্টেম্বর : ইনসাইড আউট নাট্য দলের উদ্যোগে ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর, বর্ধমান এবিটিএ হলে দুদিনের কর্মশালা শুরু হয়েছে। শান্তিপুর সাজঘরের নির্দেশক শমিত বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য প্রশিক্ষক হিসেবে এই কর্মশালায় উপস্থিত হয়েছেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন মোট ১৯ এর জন নাট্য শিক্ষার্থী। মূলত থিয়েটারে বডি মুভমেন্ট ও রিদমের উপর এই কর্মশালা। এছাড়াও আজ বিকাল ৫.৩০ থেকে অনুষ্ঠিত হবে প্রয়াত গৌতম বণিক স্মারক বক্তৃতা। আলোচনায় থাকবেন নাট্যশিক্ষক গৌতম মুখোপাধ্যায়। বিষয় 'অভিনয় কারে কয়'।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১১ সেপ্টেম্বর : সোমবার সকালে মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দির শাখা ২ একদিবসীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কর্মশালা আয়োজিত হল। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ পাপড়ি চক্রবর্তী। মেমারি শহর তথা আসেপাশের বিভিন্ন স্কুলের বাচ্চারা যারা সঙ্গীতের সাথে যুক্ত এবং বিভিন্ন শিক্ষকতার সাথে যুক্ত বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেমারি-১ বিডিও ড. আলি মহম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, মেমারি পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান সুপ্রিয় সামন্ত প্রমুখ।

মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দির শাখা ২-এর প্রধান শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের অন্যান্য মেধা বিকাশের জন্য এই ধরনের কর্মশালার প্রয়োজন আছে।

শহিদ অলি আহম্মদ খানের স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের তৃণমূলের বিরুদ্ধে একসাথে লড়াই করতে হবে। দুটি দলই জন বিরোধী। সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ করাই তাদের লক্ষ্য। ওসমানপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত সিপিআই(এম) নেতা শহিদ অলি আহমদ খানের স্মরণসভায় বলেন মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর। স্মরণসভা পরিচালনা করেন মোহাম্মদ শাহ। অলি আহম্মদ খান ১৯৯০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসি দাঙ্গাকদের হাতে শহিদ হন। সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এদিন শহিদবেদিতে পতাকা উত্তোলন ও মাল্যদান করা হয়। অঞ্জু কর বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে কৃষি আইন এনেছে তাতে দেশের কৃষক সমাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক। দেশের কৃষি ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর। পুঁজির শোষণ ও শাসনকে অবাধ করতে শ্রমকোড আনা হয়েছে। শ্রমকোডের কারণে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়ছে কাজের ঘন্টাও। স্থায়ী শ্রমিকরা পরিণত হচ্ছেন ঠিকা শ্রমিকে। শ্রমিকদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে। তাই মানুষের ন্যায্য দাবিগুলি ও অধিকার রক্ষার প্রশ্নে কমিউনিস্টদের আন্দোলন সংগ্রামে মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। যাতে দাবিগুলির আদায় আরো ত্বরান্বিত হয়। স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন পার্টি নেতা শুকুল শিকদার, শ্রীকুমার দুবে, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।

কৃষকসভার আঞ্চলিক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : কৃষক আন্দোলনকে জোরদার করার আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠিত হলো সারা ভারত কৃষকসভার পূর্বস্থলী-১ আঞ্চলিক কমিটির সম্মেলন। সম্মেলন উদ্বোধন করে রতন দাস। সম্মেলনে ৮৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কলকাতার কৃষক সমাবেশকে সফল করার আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ সেপ্টেম্বর : আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার ধর্মতলায় কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সমাবেশকে সফল করার জন্য পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। প্রতিদিনই মিছিল, মিটিং, পথসভা হচ্ছে গ্রামে-গঞ্জে। সারা ভারত কৃষকসভার কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগ পথসভা হয়ে গেল শিরিষতলায়। সভা পরিচালনা করেন সুভাষ নন্দী, বক্তব্য রাখেন জয়দীপ ভট্টাচার্য, অরূপ চ্যাটার্জী, মুক্ত মুর্মু, অক্ষয় ক্ষেত্রপাল প্রমুখ।

সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম প্রসঙ্গে

অতনু হুই

কমিউনিস্ট লীগের জন্ম ১৮৪৭ সালে। এবং তার অবসান ঘটে ১৮৫২ সালে। লীগের কার্যকালেই মার্কস এঙ্গেলস্ যে বিপ্লবী তত্ত্ব হাজির করেন- তাই 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' (১৮৪৮)। এই সময়ে মার্কস-এঙ্গেলসকে সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালাতে হয়েছে।

১৮৬৪ সালে প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার পরেও বিপ্লব বনাম সংস্কারবাদের সংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে। এ সময়েও তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় মার্কস-এঙ্গেলসকে।

১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীর্ঘ ২৫ বছর পর, ১৯১৪ সালে এর পতন হয়। এই সময়কালেও বিপ্লব বনাম সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদী সংঘর্ষ কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে ভেতরে এবং বাইরে অধিকাংশ সময় জুড়ে চালাতে হতে থাকে।

আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় নিজনিজ দেশের জাতীয় দলগুলির পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে অধিকাংশ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি।

তবু লেনিন বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অবদান ছিল ঐতিহাসিক। এর চিরস্থায়ী সাফল্যগুলিকে শ্রেণি সচেতন শ্রমিকরা কখনোই অস্বীকার করতে পারে না।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বিপ্লবী নীতি এবং সুবিধাবাদ তথা সংস্কারবাদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হল যখন, তখন তার একদিকে ছিল মার্কসবাদীরা, অপরদিকে সংস্কারবাদী ও সংশোধনবাদীরা এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা।

মূলতঃ যে বিষয় নিয়ে এ সময় বিতর্ক ছিল—

১) শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রশ্ন।

২) সমাজ পরিবর্তনে শ্রেণিসংগ্রামের ভূমিকার প্রশ্ন।

৩) বিপ্লবী পথ না কি পার্লামেন্টারি পথ, সেই প্রশ্ন।

৪) বুর্জোয়া পার্টিগুলির সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্ন।

৫) যুদ্ধ ও শান্তির প্রসঙ্গে শাসকশ্রেণির ভূমিকার প্রশ্ন

এই সময় থেকেই মতাদর্শের সংগ্রাম আরো বেশি জোরদার হয়ে ওঠে। লেনিনের নেতৃত্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে কমিন্টার্ণের পক্ষ থেকে (তৃতীয় আন্তর্জাতিক) পৃথিবীর কমিউনিস্ট পার্টিকে নেতৃত্ব দেওয়া হতে থাকে।

সংশোধনবাদীদের বক্তব্য ছিল— পুঁজিবাদের অবসানের কোনো প্রয়োজন নেই। পুঁজিবাদ একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা। পুঁজিবাদের যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাকে সংশোধন করে নিয়ে তাকে আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এই ব্যবস্থার কোন বিপ্লবী পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। কাজেই বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক সমাজবাদের কোন প্রশ্নই এখানে নেই।

এই মতের পক্ষে ছিল ফেবিয়ান সোস্যালিজম এর প্রবক্তারা, ব্রিটিশ লেবার পার্টি। আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আল ব্রাউডার আরেক ধাপ এগিয়ে ঘোষণা করেন—কমিউনিস্ট পার্টির আর প্রয়োজন নেই। পুঁজিবাদ ক্রমশ একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে।

আবার সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ভেতর থেকেই সংশোধনবাদী তত্ত্ব ১৯৫৬ সালে নিকিতা ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে সি পি এস ইউ এর বিংশতিতম কংগ্রেসে উত্থাপন করা হয়। সেখানে বলা হয় শান্তিপূর্ণ পথে, শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায়, এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যে দিয়েই মার্কসবাদ লেলিনবাদ এগিয়ে চলবে। এবং তার সফল প্রয়োগ সম্ভব।

আবার ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে রুশ বিপ্লবের সপ্তরতম বার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতায় সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি মিখাইল গোর্ভাচভ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা ছিল সমাজতন্ত্রের রুশী মডেলের কফিনে শেষ পেরেক। সেখানে শুদ্ধ গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বহুদলীয় ব্যবস্থা, মুক্ত সংবাদপত্র, বাজার অর্থনীতির পক্ষে হাজারো অগভীর যুক্তি হাজির করা হয়।

এঙ্গেলস বহু পূর্বেই 'প্রিন্সিপলস অফ কমিউনিজম' নামক পুস্তিকায় কমিউনিস্টদের সঙ্গে সোশালিস্টদের পার্থক্য নিরূপণ করেন। মূলতঃ এঙ্গেলস তিন ভাগে এদের কর্মপন্থাকে বিভক্ত করে দেখান।

১) প্রথম ধরনের যারা, তারা আসলে 'নামে সোস্যালিস্ট'। মধ্যযুগীয় অভিজাততন্ত্র এবং পুরোহিততন্ত্রকে এরা ফিরিয়ে আনতে চায় যা কার্যত অসম্ভব। সর্বহারা শ্রেণির বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সর্বদা এরা হাত মেলায়।

২) দ্বিতীয় ধরনের সমাজতন্ত্রীরা হচ্ছে—সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার রক্ষক ও প্রচারক। সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এদের সমস্ত প্রচেষ্টা থাকে। সমাজের যন্ত্রণাগুলির সাময়িক উপশমে এরা মত্ত থাকে। তাতে প্রলেপ লাগায়। এঙ্গেলস্ এদের নামকরণ করেছিলেন—'বুর্জোয়া সোস্যালিস্ট'। কমিউনিস্টরা যে সামাজিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলতে চায় এরা সেই সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করতে চায়।

৩) তৃতীয় ধরনের সমাজতন্ত্রীদের এঙ্গেলস্ বলেছেন—'ডেমোক্রাটিক সোস্যালিস্ট'। এরা বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে কতকগুলি কার্যক্রম, যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে খর্ব এবং সীমাবদ্ধ করে দেওয়া, কাজের অধিকার এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু ধারণা গ্রহণ করে কিছু নীতি প্রনোয়ন করে। এর বেশি কিছু নয়। পূর্ণ সাম্যবাদে এরা বিশ্বাসী নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ উচ্ছেদের এরা বিরোধী।

মার্কস-এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে তাঁদের সমসাময়িককালের সমাজতন্ত্রীদের সম্পর্কে বক্তব্য ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই পৃথিবীতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা থেকেই এই তিন ধরণের সোস্যালিস্ট নামধারীদের জন্ম হয়। প্রথম থেকেই এদের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টিগুলি মতাদর্শের লড়াই চালাতে হতে থাকে।

কার্ল মার্কস তাঁরা 'ক্রিটিক অফ্ গোথা প্রোগ্রাম' গ্রন্থে লিখেছেন 'সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের' কর্মসূচিতে এমনই একগাদা এলোমেলো নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক দাবি শোভা পাবে, যার মধ্যে অনেকগুলো শুধুমাত্র ফ্যাশনের ব্যাপার।

উদাহরণ স্বরূপ 'জনগণের দ্বারা আইন প্রণয়ণ'। যে ব্যবস্থা সুইজারল্যান্ডে বিদ্যমান, এবং তাতে আদৌ কিছু হলে ভালোর চেয়ে খারাপই বেশি হয়। জনগণের দ্বারা প্রশাসন সেটা বরং কাজের কথা হবে। তা কিন্তু বলা হয় না।

দীর্ঘদিন পুঁজিবাদ গোটা পৃথিবীজুড়ে তার শোষণের জাল বিস্তার করেছে এবং তা আড়াল করতে হাজার ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এরই অন্যতম অংশ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে সোস্যাল ডেমক্রেটিক পার্টির অবস্থানে রেখে দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়িত্বকে নিশ্চিত করা।

অন্যদিকে দেখা যায়—বহু কমিউনিস্ট পার্টি সামান্যতম সংস্কার করেই নিজ অবস্থান বজায় রাখতে গিয়ে, আন্দোলনবিমুখতাকে সঙ্গী করে সোস্যাল ডেমক্রাসির কাজ করতে থাকছে। এর ফলে তখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা একদিকে সংকটাপন্ন হয়, অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি আর কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে থাকে না। সোভিয়েত সহ বিশ্বের বহু দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দেয়।

এই সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টিগুলি অতীতে যেমন এগিয়েছে আগামী দিনেও তাদের সেভাবেই এগোতে হবে। এর জন্য চাই মার্কসবাদের তাত্ত্বিক সফল প্রয়োগ এবং তা রূপায়নে বিপ্লবী পার্টি। অতীত ইতিহাসের এই শিক্ষা আজ কেউ যেন ভুলে না যাই।

কেতুগ্রামের ঝাপান গান

তপোময় ঘোষ

কেউটে, খরিস, গোখুরের মতো তীব্র বিষাক্ত সাপ নাচানো? সাপ নিয়ে খেলা! হ্যাঁ, খুব আশ্চর্য্যের হলেও সত্য যে, ভারতে অসংখ্য সাপের মধ্যে যে চার পাঁচ রকম জাতের সাপ শুধু বিষাক্ত নয়, তীব্র বিষাক্ত সেই কেউটে (Naja Naja) এবং খরিস বা গোখরোর মতো বেয়ারা সাপকে নাচিয়ে নিজের জীবিকা নির্বাহ করেন ভারতের প্রায় উপজাতি, বেদে বা সাপুড়ে সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ। বিভিন্ন জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন এই সাপুড়ে বা বেদে সম্প্রদায়ের মানুষরা। এদের কথা, আমরা কম-বেশি প্রায় সকলেই জানি। কিন্তু আজ আমরা জানবো আমাদের বর্ধমান জেলার (অধুনা পূর্ব বর্ধমান) কেতুগ্রাম থানার অনেক গ্রামে এই বেদে সম্প্রদায়ের বাইরেও সাধারণ বাগদি, মোটে এমনকি সদগোপ চাষা সম্প্রদায়ের মানুষজনসহ অন্যান্য জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষও এইসব খরিস কেউটের মতো বিষাক্ত সাপ ধরে তাদেরকে নাচায়, উৎসব করে।

হ্যাঁ, কেতুগ্রাম থানার নবগ্রাম অঞ্চলের, বিশেষত, শিবলুন, অম্বলগ্রাম, গোমাই, গঙ্গাটিকুড়ি এইসব গ্রামের চাষাভুষো মানুষজন যাদের জীবিকা মূলত চাষবাস তারা তাদের মূল কৃষিকাজ অর্থাৎ আমন ধান চাষ এবং তা নিরানের কঠোর পরিশ্রমের শেষে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে মা মনসাদেবীর পূজা আরাধনার মাধ্যমে এক উৎসবে মেতে ওঠেন। পৌরাণিক মতের বাইরে মনসামঙ্গলের কাহিনি মোতাবেক লোককথা এবং প্রচলিত মত অনুযায়ী মা মনসা নাকি শিবের কন্যা, জরৎকারু মুনির পত্নী এবং আস্তিক মুনির মা, তাঁর বাহন নাকি সর্প। এই বিশ্বাসে ভর করে এই বিস্তীর্ণ এলাকার আপামর মানুষ জৈষ্ঠ্য মাসে দশহরা (এলাকায় গঙ্গা পূজা)-র পর থেকেই বনে মাঠে-প্রান্তরে, আঁদারে বাঁদারে বিষাক্ত, অতি বিষাক্ত কেউটে বা খরিস, গোখুরো, পদ্ম-গোখুরো নির্বিচারে ধরে ফেলেন। হ্যাঁ, দীর্ঘদিনের পরম্পরাগত এবং অভিজ্ঞতায় আর পারদর্শিতায় এরা খুব সহজেই এইসব সাপ ধরে ফেলেন।

এইসব সাপ ধরে তারা প্রথমে মাটির বিশেষ ভাবে নির্মিত কলসিতে বন্দি করে পোষেন। ছোট ইঁদুর, সোনা ব্যাঙ ইত্যাদি সাপের প্রিয় খাদ্য ধরে এনে খাওয়ান। তারপর ১৭ সেপ্টেম্বর (ওইদিনই সাধারণত ভাদ্র সংক্রান্তি পড়ে) তারিখে মায়ের থান (অর্থাৎ মা মনসার বেদীমূলে) ঝাঁপিতে ভরে নামিয়ে দেন। তারপর ওই রাতে মা মনসার পূজা হয়। পরদিন অর্থাৎ ১ আশ্বিন এইসব চাষাভুষো মানুষজন এইসব বিষাক্ত সাপ ধরে বের করে নাচাতে নাচাতে 'বেহুলার ভাসান' পালা সহকারে এলাকায় ঝাপান গান পরিবেশন করে বেড়ান। প্রায় সব বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ঢোল কাঁসি এবং সানাই-এর সঙ্গে করুণ সুরে ধুয়ো ধরেন "...ভেসে যায় রে লখিন্দরের ভেলা....", অথবা "....বেহুলা ভাসলো রে, নয়নের জলে...", "ভাসিতে ভাসিতে বেহুলা উজানেতে যায়...", ইত্যাদি হৃদয়বিদারী করুণ সুরের গান। গান শুনে আর্দ্র হয়ে ওঠে গ্রামবাসীর মন। মা সনকার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন গ্রাম বাংলার মায়েরা।

মনসামঙ্গলের প্রচলিত কাহিনির সদ্যবিবাহিতা এবং বিধবা বেহুলার মৃত স্বামীর ভেলা-ভাসানোর সঙ্গে সঙ্গে যে গান এবং তার সঙ্গে ঝাঁপিতে রেখে সাপের নাচের (বিশেষভাবে এই বিষাক্ত সাপ তাদের ফনা তুলে কতটা উঠতে পারে) একটা প্রতিযোগিতা চলে গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় পুজোগুলির মধ্যে। কাদের ধরা সাপ কতটা খাড়া উঠতে পারে তা গ্রামের মানুষের মুখে মুখে ঘোরে। গাঁয়ে গর্বিত হয়ে ওঠেন সংশ্লিষ্ট পাড়ার সেই সাপ ধরিয়ে, পূজারীরা বা ঝাপান দলের সদস্যরা। আর এতেই বেড়ে ওঠে সাপ ধরার তৎপরতা। গানের এমন কথাও শোনা যায় "...ভাদর মাসে মা মনসা আসে, এবার আমরা সাপ পায় নাই ঝাঁপান গা'ব কিসে? ভাদর মাসে...", ইত্যাদি। হ্যাঁ এখনও কেতুগ্রামের এইসব গাঁয়ে গাঁয়ে সাপ ধরা এবং ঝাঁপান উৎসব চলছে, তবে ভবিষ্যতে কতদিন চলবে বলা মুশকিল। ১ আশ্বিন ঝাপান শেষ হতেই বাংলায় চলে আসে দুর্গোৎসব। সেই উৎসবে গ্রামের জমিদার সহ অন্যান্য প্রবাসী বাবুরা সপরিবারে গ্রামের বাড়ি আসেন। বিজয়া দশমীর পরে এই সব ঝাপান শিল্পীরা তাদের ভালো ভালো প্রিয় সাপগুলোকে নিয়ে ওই সব বাবুদের বাড়ি বাড়ি নিয়ে গিয়ে কেরামতি দেখান। এরপর সাপগুলোকে যেখানে ধরা হয়েছিল সেখানে ছেড়ে দেওয়া হয়।

রক্তদান শিবিরে শিশুবৃক্ষ বিলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ সেপ্টেম্বর : জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে পৃথিবী উষ্ণ। বিপন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদকুল। এই বিপন্নতা কাটাতে একমাত্র হাতিয়ার সবুজায়ন। এই ধারণাকে সামনে রেখে শহিদ স্মরণে রক্তদান শিবিরে প্রত্যেক রক্তদাতাকে একটি করে শিশুবৃক্ষ উপহার দেওয়া হয়। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে শহিদ আলি আহম্মদ খান, জামাল উদ্দিন, খ্যাদা মুড়া স্মরণে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আগ্রাদহ গ্রামে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে কয়েকজন সংখ্যালঘু মহিলা সহ ৬২ জন যুবক-যুবতী রক্তদান করেন। প্রথমে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়। মোহাম্মদ শাহ, জয়দীপ ভট্টাচার্য, পীযূষ চ্যাটার্জী, গৌতম হালদার প্রমুখরা শিবিরে দীর্ঘক্ষণ উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহ প্রদান করেন। উপহার হিসেবে রক্তদাতাদের একটি করে শিশুবৃক্ষ প্রদান করা হয়। এছাড়াও শিবিরে আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ৭ বিভাগে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আরুশী চ্যাটার্জীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

চক্ষু পরীক্ষা ও রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৪ সেপ্টেম্বর : একজন মানুষের রক্তদানে তিন জন মানুষ উপকৃত হয়। মহৎ এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মেমারিতে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির। বর্ধমান সেন্ট্রাল মার্কেটিং এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। মেমারি জি টি রোডের কাছে সৃষ্টি হলে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে মহিলা সহ ৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। শিবশঙ্কর সেবা সমিতির সহযোগিতায় রক্ত সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও বেঙ্গল ফেথ হসপিটালের সহযোগিতায় আয়োজিত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে ১০০ জনের চক্ষু, হার্ট, রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সুজিত নন্দী জানান, প্রতি বছর বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে এই রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়।

শহিদ স্মরণে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১২ সেপ্টেম্বর : শহিদ স্বপন দে-র স্মরণে রক্তদান হয়ে গেল শ্রীরামপুর ফকিরতলায়। শিবিরের আয়োজন করেছিল ডিওয়াইএফআই পূর্বস্থলী-১ আঞ্চলিক কমিটির শ্রীরামপুর শাখা। শিবিরে ১৩ জন যুবতী সহ ৫৫ জন রক্তদান করেন। শিবির উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য নেতা বীরেশ্বর নন্দী। উপস্থিত ছিলেন সুব্রত ভাওয়াল, প্রবীর মজুমদার, শাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৮ সালে বন্যার্ত মানুষের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে তৃণমূলী গুণ্ডাদের হাতে নিহত হন স্বপন দে।

কুক স্টেইট চ্যানেল পার করার অনুমতি পেল সায়নী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : জলকন্যা সায়নী এবার নিউজিল্যান্ডের কুক স্টেইট চ্যানেল পার করার অনুমতি পেল। আগামী ১৫ মার্চ, ২০২৪ সায়নী পাড়ি দেবে নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশ্যে। ৩১ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল-এর মধ্যে যে-কোনো একদিন সায়নী জলে নামবে। ১১ সেপ্টেম্বর এই অনুমতিপত্রটি এসে পৌঁছেছে তার কাছে। খবরটি জানিয়েছেন তার বাবা রাধেশ্যাম দাস। রটনেস্ট, ইংলিশ চ্যানেল, ক্যাটালিনা জয় করার পর ২০২২ সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ৪৪ কিমি দৈর্ঘ্য মালকাই চ্যানেল জয় করেছে সায়নী।

২০২৪ সালে নিউজিল্যান্ডের কুক স্টেইট চ্যানেল জয় করার লক্ষ্য এখন তার।

অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৬ সেপ্টেম্বর : সাত দফা দাবির ভিত্তিতে একটি ডেপুটেশন মেমারির রেল স্টেশনমাস্টারকে দেওয়া হয়। মেমারির উত্তর দিকে যে রেলওয়ের টিকিট কাউন্টারটি প্রায় ৫ বছর বন্ধ ছিল আধুনিকরণের নামে। আজ মেমারি-১ পশ্চিম সিআইটিইউ সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে পুরাতন টিকিট কাউন্টারের সামনে একটি বিক্ষোভ সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বদ্রীচরণ লাহা। বক্তব্য রাখেন পীযূষ বিশ্বাস, প্রশান্ত কুমার, সনৎ ব্যানার্জী প্রমুখ। বিক্ষোভ সভা চলাকালীন ৮ জনের প্রতিনিধি দল মেমারি স্টেশনমাস্টারকে ডেপুটেশন দেয়।

শিক্ষক নেতার জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ১৫ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক নেতা শুকদেব ঘোষাল (৭৭)-এর জীবনাবসান হয়েছে। মন্তেশ্বর থানার মামুদপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাউতগ্রামের বাড়িতে গত কাল বিকালে বার্ধক্য জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে যান সিপিআই(এম)-এর মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক ওসমান গনি সরকার সহ বহু নেতা কর্মীরা। পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। নবদ্বীপ শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা হয়। শিক্ষক ও কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি সিপিআই(এম) সংস্পর্শে আসেন। ১৯৮৯ সালে সিপিআই(এম) দলের সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি কাইগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলার সহ-শিক্ষক হিসাবে প্রথম যোগদান করলেও, পরে তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে ভুরকুন্ডা উচ্চ বিদ্যালয় যোগদান করে সেখানেই অবসর গ্রহণ করেন।

পাখি-চোখ-৪৬

রত্না রশীদ

শিমুল বীজের মতো তুলো বাহিত পরিযায়ী পত্তন মানুষের। বে-আক্কেলে ছাড়া কেউ মানুষের রুট ধরে অন্ধকারমুখী হওয়ার বেয়াদব হয় না। রাজনৈতিক বিচারের ট্যাবলেট আমাদের গিলিয়ে দিয়ে, একটা যা খুশি স্বৈরাচার নির্দিষ্ট সময়সীমা দেগে দিয়ে তার ওপারের মানুষ এই দেশের কেউ নয় এমন বিষাক্ত পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে—চলছে, কিন্তু আর চলতে দেওয়া উচিত নয় বলে মনে করি। শেকড় দিয়ে মানুষের সুলুক সন্ধান করা অমানবিক। এতে মানুষের আকাশে মেলে দেওয়া ডালপালা-ফুল-ফল-বীজ ইত্যাদি যা কিছু সম্পদ তাকে অস্বীকার ও অপমান করা হয়। প্রতিটি মানুষ সৃষ্টির সম্ভার।

একটা অতি ছোট্ট এক শিশুমানব। ধরা যাক আমার নাতি ঋক-এর কথা। ও জন্মালো কলকাতায়। ওর বাবার বাড়ি বর্ধমান। মায়ের বাড়ি হিন্দমোটর। নার্সারিটা কলকাতায় পড়ে ভায়া মালদ্বীপ চলে গেলো অস্ট্রেলিয়া। আমার তো নাতি। আমার বাবা ঢাকা রুটের কলকাতায় জন্মানো ও বেড়ে ওঠা গাছ। আমার মা রাঢ় বাংলার বাঁকুড়া জেলার সোনামুখির মেয়ে। আমার দিদা হুগলি জেলার রামেশ্বরপুরের মেয়ে। নাতির মাতৃকুলের আরো বড়ো বড়ো কলমিলতার ঝাড়। খুঁজে বার করো দেখি আসল রুটটা সাদা চোখে। বংশলতিকা সংরক্ষণের মতো বড়ো বংশ তো নই। নেহাতই শাক প্রজাতির এলেবেলে। বাড়িতে কারো ক্রিয়াকর্ম থাকলে মান্ধাতা আমলের নিয়ম ধরে বাবার দিকের সাতপুরুষ ও মায়ের দিকের তিন পুরুষের নামের খোঁজ পেতে অমুক জ্যাঠা তমুক মামার খোঁজ পড়ে। খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ। কারই বা গরজ পড়েছে এসব নাম টুকে বা মুখস্থ রাখার, কাজে তো লাগে না। এক যদি বীর বাহাদুর খান সাহেবের মতো উর্ধ্বতন পুরুষের নামডাকে বর্তমানে কিছু সুযোগ সুবিধে লাভ করার সুযোগ থাকতো, তবে গল্প অন্য আকার নিতো। প্রায়শঃ কারো পরিচিতিতে শুনতে পাই—অমুক সাহিত্যিকের পুত্র, তমুক সমাজসেবীর কন্যা, আরো আরো কতো কী। তাঁরা বেঁচে থাকলে কষে এক চড় কষাতেন অযোগ্য উত্তরসূরীর গালে—লজ্জা করে না, নামের বদলে বদনাম করার অপচেষ্টায়? মরা মানুষকে ভাঙিয়ে দিব্যি করে কম্মে খাওয়া যায়।

তো, যা বলছিলাম—শুভ ক্রিয়াকর্মে নান্দীমুখের সময় পুরুত বসে বসে হাল্লাক, পিতৃপুরুষের সাত উর্ধ্বতনের নাম ও মাতৃকুলের তিন উর্ধ্বতনের নাম জোগাড় আর হয় না। কী হবে! কী হবে! সাধ যায় বোষ্টম হতে, আর পেছন ফাটে মোচ্ছব দিতে। গোটা বাড়ি ভর্তি লোকজনের গায়ে-পড়া উপদেশ—আজকালকার দিনে এসব ঝুটঝামেলা কেউ করে! শর্টে-কাটে সারো। ..রেজিস্ট্রি বিয়ে করলে এসব ঝামেলা থাকে না। জ্ঞান দেবার সময় আর কি কারো মাথার ঠিক থাকে? জ্ঞান খেয়ে রেগেমেগে গৃহকর্তার উত্তর—রেজিস্ট্রি বিয়ে তো হয় জানি। কিন্তু এটা তো অন্নপ্রাশন। কোথায় গিয়ে অন্নপ্রাশন রেজিস্ট্রি হবে বলো।

ছোটখাটো লড়াই ঝগড়া বেধে গেলো আত্মীয় স্বজনের মধ্যে। আশি বছরের থুপথুপে ঠানদি লাঠি ভর দিয়ে পুরুত ঠাকুরের কাছে এগিয়ে গেলেন—ঠাকুর মশাই এরা জলের জোগাড় না করে বাহ্যে ফিরতে যায়। কতোক্ষণ বসে থাকবেন আপনি? ওই য'-পুরুষের নাম পেলেন তাই দিয়ে বাকিটা 'যথানামোঃ' করে দিন। অনুষ্ঠান তো শেষ হোক।

(চলবে)

প্রয়াত কৃষক নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৪ সেপ্টেম্বর : সারা ভারত কৃষক সভার সমুদ্রগড় অঞ্চলের প্রাক্তন সম্পাদক ও সিপিআই(এম) সদস্য আব্দুস সালাম ভাণ্ডারীর (৬৬) জীবনাবসান হয়েছে। তিনি বেশ কয়েকদিন আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বর্ধমানের একটি বেসরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় আজ সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পূর্বস্থলী-১ ব্লকের সমুদ্রগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সিংহজুলি গ্রামে বাড়িতে তাঁর মৃতদেহ আনা হয়। শেষ শ্রদ্ধা জানান গণতান্ত্রিক আন্দোলন নেতা সোভান শেখ, হামিদ শেখ, লালু শেখ, তৈয়ব সেখ, খোকন শেখ প্রমুখ। স্থানীয় গোরস্থানে তাঁর মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়। কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আব্দুস সালাম ভাণ্ডারী সিপিআই(এম)-এর সংস্পর্শে আসেন।

—প্রথম পাতার পর

আত্মঘাতী তাঁতশিল্পী

গত জুন মাসের ২৪ তারিখে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন সরস্বতী বসাক নামের এক বৃদ্ধা তাঁত শিল্পী। তাঁর বাড়ি নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটশিমলা গ্রামে। এই হাটশিমলা গ্রামেই ২০২২ সালের ৩রা জানুয়ারি তাঁত ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন নিমাই বসাক নামের আরো এক তাঁত শিল্পী। কালনা মহকুমায় বামফ্রন্টের আমলে ষাট হাজার মানুষ হস্তচালিত শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী কেবল ধাত্রীগ্রামেই হস্ত চালিত তাঁত বন্ধ হয়েছে ২২ হাজার এবং সমুদ্রগড়ে ৩৫ হাজার।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu)
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক
প্রকাশিত হয় প্রতি সোমবার

পত্রিকায় মাসের প্রথম সংখ্যা : বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক।
দ্বিতীয় সংখ্যা : শিক্ষা-পরীক্ষা বিষয়ক।
তৃতীয় সংখ্যা : অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক।
চতুর্থ সংখ্যা : সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক—অন্য সংস্কৃতি।
পঞ্চম সংখ্যা : বিবিধ বিষয়ক।

আপনি আমাদের পাঠাতে পারেন

- আপনার মূল্যবান মতামত
- সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর আপনার প্রতিক্রিয়া
- বিজ্ঞান-জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ
- অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ
- শিক্ষা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে লেখা
- ইতিহাস চর্চা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, কৃষি-শিল্প সমস্যা চাষাবাদ প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে মৌলিক রচনা
- গল্প-কবিতা-ছড়া, রম্যরচনা ও রেখাচিত্র

সব ধরনের লেখার জন্যই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

- লেখা যেন ৭০০ শব্দের মধ্যে হয়।
- কাগজের উপর ও পাশে যেন মার্জিন থাকে।
- জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রহণীয় নয়।
- কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোনও লেখা প্রকাশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- ই-মেলে লেখা পাঠান ইউনিকোডে কম্পোজ করে।

☐ আমাদের পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা
☐ বছরের যে-কোন সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

নতুন চিঠি
৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান-১ ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৬৬৫০৮৩
Visit our website : www.natunchithi.co.in
email : weeklynatunchithi@gmail.com

আমরা খবর বানাই না, জনমত গড়ি

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা